ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
2/6/89
02 JUN 1989
তারিখ ... 02 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

ঢাকাঃ শুক্রবার, ১১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

বিশ্ববিদ্যালয় বিয়ে মেয়েদের বয়স

জেসমিন আরা সুলতানা

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি যা হয়েছে তাতে ছেলেমেয়েদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর মধ্যে একটি সমস্যা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে, যদিও স্বর্গীয় এক বাঁধন, একজোড়া মানব-মানবীর স্বামী এবং সামাজিক তথা আইনগত স্বীকৃত মিলন এই বিবাহ বন্ধনই মানব সভ্যতাকে দিয়েছে প্রাণ। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি যে বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের ভূমিকা আজও অত্যন্ত করুণ। এ নিয়ে অনেক আন্দোলন চলছে। কিন্তু এমন কিছু ফল লাভ হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আমার এই আলোচনা।

প্রথমত মেয়েদের কিছু বোকামীর জন্যে তারা নিজরাই নিজেদের ক্ষতি করছে। মেয়েরা কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হয়ে ভাবে আমি কি হনুরে কিন্তু একবারও তারা ভেবে দেখে না যে এই চার বছরের কোর্স শেষ হতে পেরিয়ে যাবে ১০টি বছর, তবুও সেই সম্মান ডিগ্রী লাভ করা অনেকের—ভাগ্যে ঘটে উঠবে না। যেখানে ৩ বছরে অনার্স এবং এক বছরে মাস্টার ডিগ্রী শেষ হবার কথা, সেখানে সেই সম্মান ডিগ্রী লাভ করতে ১০ বছর লেগে যায়। নানা অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, নিয়মিত ধর্মঘট, ভ্যাকেশন, ক্যাম্পাসে ছাত্রদের সংঘর্ষ, বোমাবাজী, খুন রাহাজানি, ছাত্র ও শিক্ষক ধর্মঘট, কর্মচারী ধর্মঘট, এছাড়া সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ছুটি তো আছেই। হিসেব করে দেখা যায় ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৫৬ দিনই বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস স্থগিত ছিল।

বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার। এর মধ্যে আছে সীট সমস্যা, ডাইনিং-এর করুণ অবস্থা, মাত্র ২৫টা পরিবহণে যাতায়াত সমস্যা। সর্বমোট আবাসিক হলের সংখ্যা ১২টি, এর মধ্যে মেয়েদের ৩টি এবং ছেলেদের ৯টি। অধিকাংশ ছেলেরা শহরে ভাড়া করা বাড়িতে ছাত্রাবাস করে থাকে। শহর থেকে যারা ক্লাস করে, তারা বাদুরের মত ঝুলতে ঝুলতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া-আসা করে। কোন কারণে বাস ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে দেরী করলে ক্লাসের উপস্থিতি দেন না শিক্ষকরা। এর পরও মেয়েদের ভাবতে হয় চেহারার লাবণ্য কিভাবে ধরে রাখা যাবে। রাজশাহীর আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। পানিতে ক্যালসিয়াম ও আয়রণের পরিমাণ বেশি থাকায় এখানে মাথার চুল খুব পড়ে যায়। এত চিন্তা মনের মধ্যে জিইয়ে রেখে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া কি সম্ভব? তবুও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

(অভিভাবকরা মেয়েদেরকে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পান, যৌতুকের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।) অভিভাবকরা উপযুক্ত পাত্রের হাতেই কন্যাকে সমর্পণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়। পাত্রটি ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। মেয়ের সাথে বিয়ের দিন ধার্য করা হলো। কনেও মনে মনে রঙীন স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু বিয়ের আসরে বর পক্ষ যখন মেয়ের বয়স জানতে চান, তখন দেখা যায়, মেয়ের বয়স ছেলের থেকে বেশী হয়ে গেছে। এভাবে অনেক মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেতে দেখা যাচ্ছে। এজন্য দায়ী কে?

অভিভাবকরা মেয়েদেরকে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পান, যৌতুকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই বছরে এসএসসি/এইচএসসি পাশ করে একই সালে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি হয়, তার সম্মান পাস করার পূর্বেই মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পাস করে বের হয়। এবং চাকরিও পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চাকরি পাওয়াতো দূরের কথা ভাগ্যে পাসটাই জুটছে না।

যদিও আমাদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য শিক্ষিত হওয়া তথাপি আমাদের ছাত্র সমাজের সবাইকে নির্ভর করতে হয় লেখাপড়া শেষে একটা সরকারী চাকরীর উপর। কাজেই নিয়মিত সেশন জট তো আছেই, সেই সাথে পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেরি করা আর সদাশয় সরকারের আগামী বছরের জন্য চাকরির ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ বন্ধ ঘোষণায় সরকারী হুকুমনামায় চাকরীর বয়স পার হতে ভাতাহীন বেকার জীবনের স্বাক্ষর রচনার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

ছেলেদের বাবা-মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি—শিক্ষিত বউ পেতে হলে কনের বয়স হিসেব করতে বসবেন না। তাতে করে একটি মেয়ের জীবনই নষ্ট হতে পারে।

মেয়েরা যখন স্কুলে পড়ে তখন ভাবে বিয়ে হলেই ভাল। কলেজে উঠে ভাবে কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে স্বামীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তারা চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে সারা দুনিয়াকে বিচার করে এবং তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ছাড়া বিয়ে করবে না বলে অভিভাবককে জানায়। অনার্স পাশ করে ভাবে একটা ব্যবসায়িক কিংবা মাস্টার ডিগ্রী পাশ বেকার ছেলে হলেও চলবে যখন ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ভাবে কোন মতে একটা ক্লাস মেটের সঙ্গে বিয়ে হলেও চলবে। যখন সেটাও ভাগ্যে জোটে না, তখন পাশ করে ভাবে কোন রকম একটা ছেলে হলেই হলো। মেয়েদের বোকামীর জন্যেও অভিভাবকরা নাজেহাল হচ্ছেন। আশা করবো যে সমস্ত মেয়েদের মনোবৃত্তি এমন হবে তারা দিন থাকতেই তাদের পথ বেছে নেবেন, এবং অভিভাবকরাও সতর্ক হবেন।

ছেলেদের বাবা-মার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে—শিক্ষিত বউ পেতে হলে কনের বয়স হিসেব করতে বসবেন না। তাতে করে একটি মেয়ের জীবনই নষ্ট হতে পারে।